ভূমিকা

উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব, বিকাশ, প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। জনসংখ্যার বিচারে বাংলায় কৃষক সমাজের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম সামাজিক অংশ হ'ল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মোগল যুগের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ভূমি, বাণিজ্য কিংবা পেশা নির্ভর মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেলেও, সামাজিক শ্রেণি হিসেবে এঁদের স্বীকৃতি ছিল না। 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'নবাবী আমলে'-র অবসান, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র প্রভাব, নগর কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি, বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাঙালি সমাজের গতি-প্রকৃতি দ্রুত বদলে যেতে থাকে। 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ', 'হিন্দু কলেজ', 'সংস্কৃত কলেজ'— স্থাপনার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। সমসাময়িক পত্র- পত্রিকার সাক্ষ্য অনুযায়ী উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই সুসংবদ্ধ সামাজিক শ্রেণি হিসেবে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। সমাজ সংস্কার, ধর্ম সংস্কার, কুসংস্কার দূরীকরণ, শিক্ষা সংস্কার, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের অভিশাপ থেকে মুক্তির আগ্রহ, গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন —প্রভৃতি নানাবিধ কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রগতির মানদণ্ডে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমগ্র ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। কিন্তু, কালের নিয়মে, কালের অভিঘাতে বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসলোকেও নানা পরিবর্তন, ভাঙা-গড়া চলতে থাকে। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধোত্তর কাল থেকে বাঙালি সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে, স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে সেই পরিবর্তন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। আধুনিক বাংলা উপন্যাস প্রধানত বাঙালি মধ্যবিত্তের বিচিত্র জীবনচর্যা, বিচিত্র মানসলোককেই অবলম্বন করেছে।

রমাপদ চৌধুরী বর্তমান কালের একজন অন্যতম খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক। তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্য জগতে পরিচিতি লাভ করলেও, বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত—সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে একের পর এক উপন্যাস রচনা করেছেন। সুদীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি লক্ষ করেছেন—কালের অভিঘাতে মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙা-গড়া। পুরনো মূল্যবোধ ভেঙে যাচ্ছে– নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠছে। ঔপন্যাসিক রমাপদ বুঝে নিতে চেয়েছেন 'কোনটার কত দাম'। এত সুদীর্ঘকাল ধরে শুধুই বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের চলমান ছবিটির প্রতি আর কোনো ঔপন্যাসিককে অভিনিবিষ্ট থাকতে দেখা যায় নি। বস্তুত, যিনি অর্ধশতাব্দীকাল ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের চলমান ছবিটিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সেই জীবনপ্রবাহকে রূপায়িত করেছেন উপন্যাসে, তাঁর উপন্যাস অবশ্যই বিস্তৃত পর্যালোচনার দাবী রাখে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে বর্তমান এই একুশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ছক ও ছবিটিকে জানা ও চেনার জন্য রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের সার্বিক আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু, ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন সম্পর্কিত কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বা গবেষণা অদ্যাবধি আমাদের নজড়ে পড়ে নি। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আলোচনা হয়েছে নিশ্চয়ই — কখনো তাঁর দু'একটি ছোটগল্প বা কোনো একটি বা দুটি উপন্যাস নিয়ে প্রবন্ধাকারে কিছু লেখালেখি অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু, ঔপন্যাসিক রমাপদ তাঁর উপন্যাসে সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কাল ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের চলমান ছবিটিকে কালের পরিবর্তন অনুসারে যেরকম ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ ও রূপায়িত করে তুলেছেন— সেখানে একটি বা দুটি উপন্যাসের আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর

ঔপন্যাসিক প্রতিভার সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। জীবিত লেখকদের রচনাবলীর সার্বিক মূল্যায়নে আলোচক–সমালোচকদের যে একপ্রকার উপেক্ষা, উদাসীনতা রয়েছে, এ-কথাটি বোধহয় প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী এবং তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্য— বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনার ধারায় যতটা পরিচিত, ততটা আলোচিত নয়। তাঁর বিষয়ে সার্বিক আলোচনার অভাব — আমাদের এই গবেষণা-প্রকল্পটির রূপদানের প্রেরণা। বক্ষ্যমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভটির ছয়টি পরিচ্ছেদে রমাপদ চৌধুরীর জীবনের নানা ঘটনাবলী—তাঁর 'লেখক' হয়ে ওঠা; সামাজিক শ্রেণি-বিন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, শ্রেণিবোধ ও মানস বৈশিষ্ট্যের গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান; রমাপদ পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক লেখকদের রচনায় বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে— অতঃপর তাঁর প্রায় প্রতিটি মধ্যবিত্ত জীবন নির্ভর উপন্যাসের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা এবং তুলনামূলক ভিত্তিতে বাংলা উপন্যাসের ধারায় তাঁর স্থান নির্ণয়ের প্রয়াস করা হয়েছে।

'রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন'—আমাদের এই গবেষণা-প্রকল্পটি 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে'র গবেষণা বিভাগে নিবন্ধীকৃত হবার পর — সাধ্য মতো প্রয়াস সত্ত্বেও নানা কারণে গবেষণার গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। তথ্য সংগ্রহে অসুবিধে তো ছিলই, পাশাপাশি বাণিজ্য সফল নয়—এ ধরণের কিছু গ্রন্থ সংগ্রহেও যথেষ্ট অসুবিধে হয়েছে। তবে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রকল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া গবেষণা-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। বাগডোগরা 'কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ে'র ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক বিনায়ক রায় নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয়ে দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সমৃদ্ধ হয়েছি। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। কথা-সাহিত্যিক কিন্নর রায় মহাশয় গবেষণার শিরোনামটি শুনে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

আমার এই গবেষণা-প্রকল্পটির তত্ত্বাবধায়ক 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে'র বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক— শ্রদ্ধেয় প্রফেসর অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণার সুযোগ পেয়ে নিজেকে গর্বিত মনে করি। গবেষণার একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে তিনি যেভাবে নির্দেশ, উপদেশ, পরামর্শ দিয়েছেন—কোনো প্রশস্তিই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের প্রকল্পটির সমাপ্তিকালে শ্রী রমাপদ চৌধুরী নব্বই অতিক্রান্ত। তিনি ভালো থাকুন, তাঁর সুস্থ সবল সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে–যার দায় ও দায়িত্ব সম্পূর্ণত আমার নিজের। এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

Parimal Chandra Das
19.09.2013
পরিমল চন্দ্র দাস